শিরোনাম:- "ফরাসি বিপ্লব সংঘটনে দার্শনিকগণের ভূমিকা"।

(ক) প্রাক-বিপ্লব, ফ্রান্সের সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা:-

প্রাক-বিপ্লব:- ফ্রান্স ফরাসি বিপ্লব কোন আকস্মিক ঘটনা ছিলো না। ফরাসি পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই এর প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিলো। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে নৈতিক কোন স্বাদ এনে দিতে ব্যর্থ হয়। শোষন, নির্যাতন, বঞ্চনা ও হতাশার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিমজ্জিত ছিল। সমস্ত সমাজের পক্ষে জনগনকে শোষন ও দারিদ্র ছাড়া আর কিছুই দেয়া ছিলো না। ফলে অর্থনীতি পঙ্গু হতে থাকে। সেই অবস্থায় পরিবর্তনের পক্ষে দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবি লেখক সাহিত্যিকগণ জনগনকে সচেতন করার জন্য তাদের লেখনী চালিয়ে যান। ফ্রান্সে গির্জাকে জনকল্যানে ব্যবহারের দীর্ঘ দিনের চেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকে। এ সবই পুরাতন, সমাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি। ফরাসি বিপ্লব এ সবই পূর্ববর্তী ফরাসি সমাজ, অর্থনীতি এবং নতুন চিন্তার উন্মেষ কীভাবে ঘটেছিল তা জানা অপরিহার্য।

সামাজিক অবস্থা:- ফ্রান্সসহ ইউরোপের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে পূর্বতন সমাজ বলা হয়ে থাকে। বিপ্লব এই পরিবর্তন ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সমাজ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছিলো। পুরাতন ফরাসি

Scanned with CamScanner

সমাজ তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। পুরাতন ব্যবস্থায় যাজকদেরকে প্রথম সম্প্রদায় (First Estate), অভিজাতদের দ্বিতীয় সম্প্রদায় (Second Estate) এবং কৃষক, বুর্জোয়া, বণিক, শিল্পক, শ্রমিকসহ সমাজের অপর গোষ্ঠীসমূহকে তৃতীয় সম্প্রদায়ে (Third Estate) রাখা হয়। পূর্বতন ব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থা এক রকম ছিল না। তাদের মধ্যেও ছিল নানা স্তরভেদ। কেউ স্বাধীন কৃষক, কেউ সামান্য সম্পত্তির মালিক, কেউ প্রজা, ক্ষেতমজুর বা চাষী ছিল।

রাজনৈতিক অবস্থাঃ পুরাতন ব্যবস্থায় ফ্রান্সের রাজতন্ত্র (স্বৈরাতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে। রাজতন্ত্র ধর্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়কে হাতে রেখে দেশের মাত্রকরা ২৬ জন মানুষকে নির্মমভাবে শোষণ করতে থাকে। ধর্ম যাজকরা রাজাকে দেবতার প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাছে থেকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করত। এর ফলে রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা রাষ্ট্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষত লুই (১৫৪৩-১৭১৫) খ্রিঃ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফ্রান্সে সুসংগঠিত করতে সক্ষম হন। পরিবর্তনের বস্তুগত সকল উপাদানই তখন সমাজ ও রাষ্ট্রে তৈরি হয়েছিল। এর সাথে বিপ্লবের জন্য যে ব্যাপক চেতনাগত প্রস্তুতির দরকার তাও ফ্রান্সে তৈরী হয়েছিল। ফ্রান্সের দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকসহ, বুদ্ধিজীবি সমাজ পরিবর্তন তথা বিপ্লবের নতুন চেতনা তৈরীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

Scanned with CamScanner

(খ) ফরাসি বিপ্লব সংঘটনে দার্শনিকগণের লেখনীর গুরুত্ব :

দার্শনিকদের লেখনীর গুরুত্ব :- মন্তেস্কু (Montesquieu) - অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্তেস্কু এবং তার বিখ্যাত গ্রন্থাদির মধ্যে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহন করেন। পেশায় আইনজীবি ছিলেন ' নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন নীতি প্রবক্তা। তিনি তার বিখ্যাত 'দ্যা স্পিরিট অফ লজ' (The sprit of laws) - এ রাজ্যের দৈবস্বত্ব নীতির সমালোচনা করে এবং ব্যাক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন, শাসন ও বিচারবিভাগের পৃথকীকরনের কথা বলেন। তার আরও একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'দ্যা পার্সিয়ান লেটারস' (The Persian letters) - এই গ্রন্থে তিনি বিপ্লব-পূর্ব ফরাসি সমাজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন।

ভলতেয়ার (voltaire) :- অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স তথা ইউরোপে আর একজন বিখ্যাত দার্শনিক হলেন ভলতেয়ার। তার আক্রমনের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো চার্চ ও রাষ্ট্র। তিনি চার্চের দুর্নীতি ও অত্যাচার সম্পর্কে উল্লেখ করে ফরাসি স্বৈরাচারী-রাজতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করেন। তার দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো- 'ক্যান্ডীড' (Candide) ও লেতর ফিলোসফিক্স - এই দুটি গ্রন্থ দুটিতে তিনি ধর্মীয় রীতিনীতি ও কুসংস্কারকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল।

দিদেরো এবং এলেমবার্ট (Diderot and Alembert) :- ফরাসি দার্শনিক দিদেরো ও দ্যা এলেমবার্ট ৩৫ খন্ডের একটি বিশ্বকোষ সংকলন করেন (১৭৫১ - ১৭৮০ খ্রিঃ) দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ, এই বিশ্বকোষ পাঠ করে।

ফরাসিদের চিন্তাধারার ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। দিদেরো বলেছেন, মানুষ চারপাশের অবস্থাকে নিয়ন্ত্রন ও পরিবর্তন করতে পারে বলেই সে জীবজগতের শ্রেষ্ঠ। তার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ফরাসি জাতি নিজ ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রন করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

ফিজিওক্র্যাটস (Physiocrats) :- ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফিজিওক্র্যাটস নামে একদল অর্থনীতিবিদদের আবির্ভাব হয়। এরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রনের পরিবর্তে অবাধ বানিজ্য ও শিল্পবেসরকারিকরনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ছিলেন কুয়েসনে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, ফরাসি বিপ্লব সংঘটনে দার্শনিকগণের ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

Scanned with CamScanner

(গ) বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহঃ-

অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি হওয়ার জন্য রাজার প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিপুল পরিমানের অর্থের। সেই অর্থ পেতে হলে কর ধার্য বহাল ব্যতীত রাজার কাছে অন্য কোন পথ ছিলো না। অর্থসচিব নেকার রাজাকে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশনে ডেকে কর আদায়ের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন। সুযোগ বুঝে তৃতীয় সম্প্রদায় তাদের সদস্য সংখ্যা যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান করার দাবি জানালে ১৭৮৮-এর ডিসেম্বরে রাজা তা মেনে নিতে বাধ্য হন।

১৭৮৯-এর ৫ মে স্টেটস-জেনারেল অধিবেশন ডাকা হয়। ১৭৫ বছর পর ফ্রান্সে এই সংসদ ভার্সাই নগরীতে নতুন করে শুরু করার ঘোষনা দেয়া হয়। এতে যাজক সম্প্রদায়ের ৩০৩ অভিজাতদের ৩০০ এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের ৬০০ প্রতিনিধি থাকার বিধান স্বীকৃত হয়। এপ্রিলের শেষের দিকে স্টেটস-জেনারেল নির্বাচনের মধ্যে ২৭০ জন অভিজাতদের মধ্যে, যাজকদের মধ্যে থেকে ২৯১ জন এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ৫৭৮ জন সদস্য নির্বাচিত হলে মোট ১১৬৯ জন সদস্য উক্ত অধিবেশনে অংশগ্রহন করতে সক্ষম হন। রাজা এবং অর্থসচিব নেকার উভয়েই স্টেটস-জেনারেলের কাছে কর আদায়ের প্রস্তাব রাখেন।

Scanned with CamScanner

সংসদে তৃতীয় সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাজা শুধু ধর্ম যাজক এবং অভিজাত প্রতিনিধিদের সাথেই মিলিত হলে তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা অপমানিত বোধ করেন।

১৭-জুন তারা নিজেদেরকে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি এবং ভেটস জেনারেলকে 'জাতীয় সভা' বলে ঘোষনা করেন। এ নিয়ে রাজা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিরোধ বাড়তে থাকে।

২০-জুন প্রতিনিধিরা সভা কক্ষে ঢুকতে না পেরে 'টেনিস কোর্টে সমাবেত হয়ে একটি শপথ গ্রহন করেন। উক্ত শপথে বলা ছিল যে, যতদিন টেনিস কোর্ট একটি সংবিধান রচিত না হবে ততদিন তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা একত্রে থাকবে। এই শপথকে টেনিস কোর্টের শপথ বলা হয়।

ইতিমধ্যে যাজক ও অভিজাত প্রতিনিধিদের একটি অংশ নৈতিকভাবে তৃতীয় সম্প্রদায়ের শপথকে সমর্থন করেন। রাজা অবস্থা বেগতিক দেখে কিছু কিছু কাজ মেনে নিলেও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকেন।

২২-ই জুলাই রাজা অর্থসচিব নেকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

সুতরাং উপরের আলোচিত বিষয়বস্তুই ছিলো বিপ্লবের ঘটনা প্রবাহ।

Scanned with CamScanner

(ঘ) ফরাসি জনজীবনে বিপ্লবের প্রভাব:-

ফরাসি জনজীবনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষন নির্যাতনের থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা রাষ্ট্র তৈরী করতে মৌলিকভাবে প্রস্তুতি দরকার তাও তারা তৈরী করেছিলো। বিপ্লবের কারনে জেনারেল অধিবেশনের ডাক দেন। এক্ষেত্রে, পুরাতন ফরাসি সমাজ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই ব্যবস্থার ভিত্তিতে যাজকদের প্রথম সম্প্রদায়, অভিজাতদের দ্বিতীয় সম্প্রদায় এবং কৃষক, বুর্জোয়া, বনিক, শিল্পক ও শ্রমিকসহ সমাজের অপর গোষ্ঠীসমূহ তৃতীয় সম্প্রদায় বলা হতো। তখন ফ্রান্সের জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ ছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত। বাকি মাত্র চার শতাংশ ছিলো যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা সকলেই ছিলেন কর প্রদান মুক্ত। গুরুত্বপূর্ন পদ, সামরিক অফিসার সহ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিচার বিভাগীয় এবং রাজস্ব ব্যবস্থার সাথে অভিজাত সম্প্রদায় গভীরভাবে জড়িত ছিলো। এদেরকে অধিকারপ্রাপ্ত এবং তৃতীয় সম্প্রদায়কে অধিকারবিহীন বলে অভিহিত করা হতো। পূর্বতন ব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থা এক রকম ছিলো না তাদের মধ্যেও ছিলো নানান প্রকারভেদ কেউ স্বাধীন কৃষক, কেউ সামন্ত সমতির মালিক, কেউ প্রজা ক্ষেত মজুর বা চাষি ছিল।

Scanned with CamScanner

রাজতন্ত্র ধর্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়কে হাতে রেখে দেশের শতকরা ৯৬ জন মানুষকে নির্মমভাবে শোষণ করতে থাকে। একদিকে ১৭৮৮ সালে ফ্রান্সে ব্যাপক শস্যহানি ঘটে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ গভীরভাবে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েন। ১৭৮৮ এর তুলনায় ১৭৮৯ তে বিক্ষোভ পাঁচগুণ বেড়ে যায়। এসব বিদ্রোহ দমন নির্মমভাবে করা হয়। ফ্রান্স কার্যতই একটি বড় ধরনের পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ১৭৮৯ এর ৫ই মে জেনারেল অধিবেশন ডাকা হয় ১৭৫ বছর ফ্রান্সে এই সংসদ প্যারিস নগরীতে নতুন করে শুরু করার ঘোষণা দেয়া হয়। এতে যাজক নির্বাচনের প্রতিনিধি নির্ধারিত হয় ২৯১ জন, অভিজাত ২৭০ জন এবং তৃতীয় সম্প্রদায় ৫৭৮ জন সদস্য। মোট ১১৩৯ জন সদস্য উক্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন। মৃত্যুবরণ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অন্যান্য কারণে বাকি ৫১টি আসনের প্রতিনিধি উক্ত সময়ে নির্বাচিত হতে পারেনি।

তৃতীয় সম্প্রদায় সহ যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা টেনিস কোর্ট সংবিধান রচিত এর পক্ষে সকলের সমর্থন থাকায় রাজা বেগতিক অবস্থা বিরাজের কারণে কিছু কিছু শর্ত মেনে নিলেও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে।

সুতরাং, উপরের আলোচিত অংশই ছিলো ফরাসি জনজীবনে বিপ্লবের প্রভাব।

Scanned with CamScanner

⑤ বিশ্বে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবঃ-

ফরাসি বিপ্লব ইউরোপ এবং নতুন বিশ্বের উপর একটি বড় প্রভাব ফেলেছিলো, মানব ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তনের নির্ণায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটি সামন্তবাদের অবসানে ঘটিয়ে এবং পৃথকভাবে বঞ্চায়িত ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছিল।

বিপ্লববাদ ও সমাজতন্ত্রঃ প্রাচীন রোমের বিপ্লবে প্রাকাসের নাম প্রথম করেছিল ফ্রাঁসোয়া নোয়েল বাবুফ। প্রাকাস বাবুফ, দার্থে, সিলভা মারেশাল ও আরো কয়েকজন একত্রে একটি ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা করেন যা 'সমান পক্ষিদের ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত হয়েছে। অবশ্য ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল। বাবুফ, দার্থে এবং আরো অনেকে পরের বছর এসব কারণে মৃত্যু-দন্ডে দন্ডিত হয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের মূল লক্ষ্য সমাজতন্ত্র ছিল না যদিও সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের সুতি-কাগার ছিলো সেটিই। ভোগের সাম্য এবং উৎপাদনের সাম্য, দুই ধরনের চিন্তাই ফরাসি বিপ্লবে দেখা যায়।

জ্যাকবিনের কারনটি-
সাম্য দুই ধরনের চিন্তাই মার্কসবাদীর উনিশ শতকের

মামামাবি সময়ে গ্রহন করেছিল এবং বিশ্বজুড়ে কমিনিস্ট চিন্তার উপাদান হিসেবে গ্রহন করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন 'গ্রাক্কাস' ব্যাবুফ নায়ক হিসেবে গন্য করা হত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:-

ফরাসি বিপ্লব আমেরিকান রাজনীতিতে গভীরভাবে মেরুকৃত করেছিলেন। এবং এই মেরুকরণের ফলে প্রথম পার্টি সিস্টেম তৈরী হয়েছিলো।

১৭৯৩ সালে, ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে টমাস জেফারসনের নেতৃত্বে রিপাবলিকান পার্টি ফ্রান্সের পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৭৯৮ সাল সম্পাদিত চুক্তিটি সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছিল যে সেটি তখনও কার্যকর ছিল। জেফারসন সহ জর্জ ওয়াশিংটন এবং তার মন্ত্রিসভা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এই চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে প্রবেশের জন্য আবদ্ধ করে না।